কারণ কী?

কারণ থেকে কার্য উৎপন্ন হয়- কারণ কার্য কে ঘটায়।

কিন্তু কারণের অর্থই হল- ক্রিয়ানিষ্পাদক।

কারণের বৈশিষ্ট্য

ক) কালিক পুর্ববর্তীতা

--কোন ঘটনার সাপেক্ষিক বৈশিষ্ট্য। নিরপেক্ষ ধর্ম নয়।

--কার্যের উৎপত্তির পুর্ব্ববর্তী।

--নিয়ত পুর্ব্ববর্তী।

রিচার্ড টেলর—কারণ কার্যের পুর্ব্ববর্তী নয়, সমকালীন। দেহ আমার ছায়ার কারণ।

Taylor's example- when a ship having a pantry moves, the cause of the movement of the pantry is the movement of the ship. But here the cause does not precede the effect.

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে এখানেও কারণ ও কার্যের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র হলেও ব্যবধান আছে। তারা সমকালিন নয়।

তাহলে কি বলব- কারণ ও কার্যের মধ্যে কালগত সান্নিধ্য আছে?

--কোন দুটি মুহূর্ত পরস্পরের একান্ত নিকটবর্তী হতে পারে না। কারণ কাল প্রবাহের মধ্যে কোন ফাঁক থাকে না।

--কারণ ও কার্যকে অন্ততঃ মুহূর্ত অতিক্রম করে কিছুক্ষণের জন্যে অস্তিত্বশীল হতে হবে।

তাহলে সমস্যা।

--সুতরাং, কারণ ও কার্যকে অন্ততঃ মুহূর্ত অতিক্রম করে কিছুক্ষণের জন্যে অস্তিত্বশীল হতে হবে।

কিন্তু কার্য ও কারণ যদি ঘটনা পরম্পরার ধারার অংশবিশেষ হয়, তাহলে কারণের মধ্যেও পরিবর্তন স্বীকার করতে হবে।

--মানে, কারণের পরবর্তী অংশটুকুই কার্যের কারণ বলে গন্য করতে হবে।

--কিন্তু এইভাবে কার্যের নিকটবর্তী নয় বলে কারণের এক অংশকে ক্রমাগত বাদ দিয়ে যেতে হবে যেহেতু পরবর্তী অংশের মধ্যেও আবার অংশভেদ স্বীকার করা যায়।

--এতে অনাবস্থা সৃষ্টি হবে আর আমরা প্রকৃত কারনে পৌঁছতে পারব না।

--সুতরাং, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের কথা যুক্তিযুক্ত না- সময়ের ক্ষুদ্রতম একক বলে কিছু হয় না।

তাহলে মানতে হবে→ কার্য ও কারণের মধ্যে কালগত ব্যবধান আছে।

কিন্তু এই ব্যবধান যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, এর মধ্যে অনেক এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা কার্য উৎপাদনে বাধা।

--তাই কার্য উৎপাদন সুনিশ্চিত করতে গেলে আমাকে জানতে হবে যে কোন প্রতিকুল শক্তি পরিবেশে নেই।

তার মানে, কার্যকে সংঘটিত করার পক্ষে কেবল শুধুমাত্র কারণই যথেষ্ট নয়।

কিন্তু তখন বলা যাবে না—একই কারণ বারংবার একই কার্য ঘটাবে। পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমে যাবে।

তাই হম্পার্স → কারণ কার্যের নিয়ত পুর্ব্ববর্তী, এটা না বলে → কারণ কখনও কার্যের অনুগামী হয় না।

কিন্তু আমাদের যে সব আচরণ কোন ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? কার্য আগে- কারণ পরে!

তবে হম্পার্স → এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আচরনের কারণ হল ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে ব্যক্তির বর্তমান চিন্তা এবং তা লাভ করার বর্তমান আকাঙ্খা।

<u>খ) কার্য কারণ সম্বন্ধের অবশ্যম্ভবতা</u>

কারণ আছে অথচ কার্য নেই- হতে পারে না। কিন্তু অবশ্যম্ভবতা?

১) সাধারণ কথাবার্তায় অবশ্যম্ভবতার বিভিন্ন অর্থ

i) আদেশসুচক অবশ্যম্ভবতা- এই অর্থে 'আদেশ' না মানার সাথে কিছু প্রতিফল জড়িত আছে। প্রতিফল সবসময় শাস্তি হয় না, নৈতিক বাধ্যবাধকতা বা অনুশোচনাও হতে পারে।

আবার সেটাও না হতে পারে→ জন্মদিনে তোমার অবশ্যই আসা চাই।

ii) যৌক্তিক অবশ্যম্ভবতা-

অবরোহে অবশ্যম্ভবতা বিচ্ছিন্ন ভাবে শুধুমাত্র সিদ্ধান্তের বা সুধুমাত্র আশ্রয়বাক্যের ধর্ম নয়- আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের *সম্পর্কের* উপর এই অনিবার্যতা নির্ভরশীল।

আরোহের সিদ্ধান্তে 'অবশ্যই' → প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে একটি আনুমানিক ধারণা বা প্রকল্পের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

iii) আবশ্যিক শর্ত – যার অনুপস্থিতিতে কোন ঘটনা ঘটতে পারে না তাকে ঐ ঘটনার আবশ্যিক শর্ত বলে।

২) কারণিক অবশ্যম্ভতা বনাম যৌক্তিক অবশ্যম্ভবতা

আমরা দেখেছি, অবরোহ অনুমানে সিদ্ধান্তের যে যৌক্তিক অবশ্যম্ভবতা, তার ভিত্তি হল আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ।

কিন্তু এককভাবে কোন বচন অনিবার্য বা অবশ্যম্ভব হতে পারে- বিশ্লেষক বচন।

---তবে কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশক বাক্যকে যৌক্তিক দিক থেকে অবশ্যম্ভব বলা যায় না- এর বিরোধী বাকু স্ববিরোধী নয়।

কোন কারণ থেকে কোন কার্য → অভিজ্ঞতা।

তবুও আমরা কার্যকারণাত্মক বাক্যের অবশ্যম্ভবতাকে যৌক্তিক অনিবার্যতাবলে ভুল করি। মনে করি যে বিশেষ কোন কারণ থেকে বিশেষ কোন কার্য ঘটবেই, না ঘটে পারে না।

অ) **যদি এমন হয়** যে যখনই ঘর্ষণ হয় তখনই উত্তাপ উৎপন্ন হয়, এবং এখন ঘর্ষণ হচ্ছে, তাহলে এখন অবশ্যই উত্তাপ উৎপন্ন হচ্ছে।

আ) যখনই ঘর্ষণ হয়, উত্তাপ উৎপন্ন হয়; এখন ঘর্ষণ হচ্ছে; তাহলে এখন অবশ্যই উত্তাপ উৎপন্ন হচ্ছে।

"যখনই ঘর্ষণ হয়, উত্তাপ উৎপন্ন হয়" এটা অভিজ্ঞতাভিত্তিক। কোন অনিবার্যতা নেই।

অসতর্কতাবশত আমরা অনেক সময় প্রাকৃতিক নিয়মকে অবশ্যম্ভব সত্যরূপে গন্য করে সেই নিয়ম অনুসারে ঘটা কার্যকেও অনিবার্য রূপে গন্য করি।

সুর্য *অবশ্যই* পুর্ব দিকে উঠবে, ঝর্নার জল পাহাড় গড়িয়ে *অবশ্যই* নিচে পড়বে।

কাজেই কার্য-কারণ সংক্রান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে কোন কিছু অনুমান করলে সেই অনুমানের যৌক্তিক অনিবার্যতা থাকতে পারে না।

৩) অনুজ্ঞা বা আদেশসুচক নিয়মের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মের পার্থক্য

আদেশমূলক বাক্যে 'অবশ্যই' যে অর্থে ব্যবহার হয়, অসাবধানতার কারণে আমরা সেই অর্থে প্রাকৃতিক নিয়ম বা কার্য-কারণ অর্থে ব্যবহার করি।

প্রথম ক্ষেত্রে আদিষ্ট ব্যক্তিটি হয় স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন কোন চেতন ব্যক্তি যে প্রশংসাভাজন হওয়ার জন্যে স্বেচ্ছায় ঐ আদেশটি মান্য করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে আদেশ অমান্য করে দণ্ড ভোগও করতে পারে।

কিন্তু কার্যকারণ প্রসঙ্গে যখন আমরা বলি- সুর্য *অবশ্যই* পুর্ব দিকে উঠবে, ঝর্নার জল পাহাড় গড়িয়ে *অবশ্যই* নিচে পড়বে, তখন সুর্য বা ঝর্নার জল কে কেউ আদেশ বা বাধ্য করে না।

যান্ত্রিক প্রাকৃতিক নিয়মেই কার্য ঘটে।

প্রাচীন যুগে মানুষ আদেশমূলক সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ম এবং বর্ণনামুলক প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে পার্থক্য করত না→ ঈশ্বর প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে কাজ করতে আদেশ করেন এবং প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনা ঈশ্বরের ঐ সব আদেশ অনুসারে ঘটতে বাধ্য হয়। সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের বিধি-বিধান বা প্রকৃতির প্রতি তার আদেশ অলঙ্ঘ্য।

কিন্তু লৌকিক জগতের ঘটনার ব্যাখ্যায় অলৌকিক ঈশ্বরের আদেশের উল্লেখ করলে কিছুই ব্যাখ্যা হয় না।

৪) প্রাণবাদী শব্দ ও ভাষার ব্যবহারজনিত কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি

অনেক সময় আমাদের মানসিক অবস্থাগুলি, অনুভূতিগুলি নিশ্চেতন প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতি আরোপ করে বলি- আকাশটাকে আজ বড় বিষণ্ন দেখাচ্ছে, রেলগাড়িটা একঘেয়ে সুর ধরে ছুটছে।

---প্রাণবাদী শব্দের ('প্রতিরোধ', 'বল', শক্তি') প্রয়োগ ক্ষেত্র অনুভূতি থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ঐ অনুভূতি জাগ্রত করে যে জড়বস্তু তার প্রতি প্রয়োগ করি।

তাই আমরা এরকম বলতে পারি না→ প্রথম বলটি তার ইচ্ছাশক্তিকে দ্বিতীয় বলের ওপর প্রয়োগ করে তাকে নির্দিষ্ট পথে চলতে বাধ্য করল।

আমরা এটুকুই বলতে পারি→ প্রথম বলটি দ্বিতীয় বলটির সাথে সংযুক্ত হল এবং দ্বিতীয় বলটি চলতে শুরু করল।

কিন্তু আমরা প্রাণবাদী শব্দ ব্যবহার করে বলি→ প্রথম বলটি দ্বিতীয় বলটিকে 'ধাক্কা' (বল-শক্তি প্রয়োগ) দিয়ে দ্বিতীয় বলটিকে 'চালিত' (প্রতিরোধ) করল।

==========

আমরা মনে করি—

কারণ কেবলমাত্র কার্যের পূর্বগামী অপর একটি ব্যাপার নয়, পরন্তু একে উৎপন্ন করে থাকে।

কার্য যে কেবলমাত্র কারণের পরে আবির্ভুত হয় তা নয়, কারণের অন্তর্নিহিত কোন বল বা শক্তি কার্য কে আবির্ভুত হতে বাধ্য করে।

--সুতরাং, কারণ ও কার্যের মধ্যে একটি আবশ্যিক বা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে।

ব্রড, ব্লানসার্ড, ইউইং ইত্যাদি বুদ্ধিবাদী দার্শনিক → কার্য- কারণ সম্পর্ক = প্রসক্তি সম্বন্ধ।

অভিজ্ঞতাবাদী হিউম→

কার্য- কারণ সম্পর্কের ধারণা পুর্বতঃ সিদ্ধ নয়, তা হল পরতঃসাধ্য।

বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করে শুধুমাত্র প্রত্যয়ের অর্থ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কার্যের অথবা কারণের অথবা তাদের সম্বন্ধের ধারণা পাওয়া যায় না।

Adam, though his rational faculties be supposed, at the very first, entirely perfect, could not have inferred from the fluidity and transparency of water that it would suffocate him or from the light and warmth of fire that it would consume him.

কারণ -এর ধারণার অর্থ আয়ত্ত করার একমাত্র ভাল উপায়-> কারণের ধারণা (Idea) কোন ইন্দ্রিয় সংবেদন (Impression) থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে?

হিউম—বাইরের জগত থেকে প্রাপ্ত এমন কোন সংবেদনই নাই যা থেকে কারণের ধারণা উৎপন্ন হতে পারে।

একটা ঘটনা অপর একটি ঘটনার পরে ঘটে থাকে এইমাত্র, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে কোন সংযোগসূত্র **প্রত্যক্ষ** করতে পারি না।

তারা পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন বলে মনে হয় এই মাত্র, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত যোগ আছে বলে মনে হয় না।

কারণ থেকে কার্যে সঞ্চালিত হচ্ছে এমন কোন শক্তির সংবেদনও আমাদের হয় না। --two balls.

কেউ কেউ বলে যে- যখন আমরা আমাদের দেহের কোন অংশকে চালনা করি অথবা মনের ভাবাবেগ, ধারণা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করি তখন আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিচয় পাই অর্থাৎ আমরা সাক্ষাৎভাবে আমাদের মানস প্রক্রিয়া এবং দৈহিক গতির উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবের জ্ঞান লাভ করি।

কিন্তু হিউম বলেন- আমাদের ইচ্ছাশক্তি যে, কেন আমাদের দেহের কোন কোন অংশের উপর ক্রিয়া করতে পারে এবং কোন কোন অংশের উপর পারে না, এটা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না।

এর থেকে বোঝা যায় যে, ইচ্ছাশক্তি আর দৈহিক ক্রিয়ার প্রকৃত সম্বন্ধে আমরা বস্তুত অজ্ঞ।

কোন কর্ম- প্রবৃত্তি এবং একটি অঙ্গের চালনা- এই দুইয়ের মধ্যে বহু ঘটনা ঘটে থাকে, কিন্তু এই মধ্যবর্তী ঘটনা-শৃঙ্খলের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

সুতরাং, যখন মনে কোন প্রবৃত্তির আবির্ভাবের পর একটি অঙ্গ চালিত হয় তখন আমরা কোন শক্তি বা বল অনুভব করি, এটা মনে করা ভুল।

==========

কার্য কারণ সম্পর্কে হিউমের নিজস্ব মতঃ

বস্তু ও ঘটনাসমূহের মধ্যে কেবল সান্নিধ্য (contiguity) ও পারম্পর্য (succession)-এই দুই প্রকার সম্বন্ধই আবিষ্কার করতে পারি।

কারণ- কার্য সম্বন্ধ – পারম্পর্য সম্বন্ধ।

'ক হল খ -এর কারণ→

১) ক,খ এর পুর্ববর্তী

২) ক ও খ-এর মধ্যে এক কালগত পারম্পর্য আছে

৩) আমাদের অভিজ্ঞতায় ক নিয়তই খ-এর আগে ঘটে- এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি→ অভিজ্ঞতায় সতত সংযোগ।

দুটি ঘটনাকে পুর্বাপররুপে বারবার প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে একটি প্রবণতা → প্রথমটা দেখলেই অভ্যাসবশত দ্বিতীয়টিকে প্রত্যাশা করে থাকি।

কারণ ও কার্যের মধ্যে প্রকৃত কোন আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, আছে শুধু সতত সংযোগ বা নিয়মিত পারম্পর্য।

কার্য-কারণের মধ্যে যে অনিবার্য সম্পর্ক হয়, হিউমের মতে, তা আমাদের কেবল অভ্যাসজাত প্রত্যাশা।

Treatise concerning Human Understanding- এ হিউম বলেছেন-

"কারণ হল এমন এক বস্তু যা অন্য এক বস্তুর পুর্ববর্তী এবং সন্নিকট, এবং অন্য বস্তুটির সঙ্গে আমাদের কল্পনায় এমনভাবে যুক্ত যে তাদের কোন একটির ধারণা হলে আমাদের মন অন্যটির ধারণা গঠন না করে পারে না, এবং তাদের কোন একটির মুদ্রণ হলে আমাদের মন অন্যটির এক সজীব ধারণা গঠন না করে পারে না।"

"...an object precedent and contiguous to another; and so united with it in imagination, that the idea of the one determines the mind to form the idea of the other and the impression of the one to form a livelier idea of the other."

কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্কের কোন বিষয়গত ভিত্তি নেই। আছে সুধু মনগত ভিত্তি।

বিষয়গত ভাবে কারণ ও কার্য দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যদিও আমাদের অভিজ্ঞতায় কারণ কার্যের নিয়ত পুর্ববর্তী ঘটনা।

সমালোচনা---

১) কোন ঘটনা অন্য এক ঘটনার নিয়ত পুর্বগামী হওয়া সত্ত্বেও কার্য-কারণ নাও হতে পারে।

দিন-রাত, আগে চুল, তারপরে দাঁত ওঠে —তাহলে?

২) দুটি ঘটনার মধ্যে সতত- সংযোগ না থাকলেও একটি অন্যটির কারণ অথবা কার্য হতে পারে।

Smoking causes cancer.

৩) একবারমাত্র ঘটেছে, এমন সব ঘটনার ক্ষেত্রে সতত- সংযোগ প্রয়োগ করা যাবে না।

৪) কান্ট বলেন- কার্য- কারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তা হল পুর্বতঃসিদ্ধ→ category- form of understanding.

কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়ে কান্টের মতবাদ

কান্ট হিউমের সাথে একমত→ কার্য-কারণ সংক্রান্ত সম্বন্ধের ধারণা অভিজ্ঞতালব্ধ নয় -মনোগত ধারণা।

কান্ট→ অভিজ্ঞতার আগে থেকেই এই ধারণা সবার মনে থাকে বলেই অভিজ্ঞতা সম্ভব হয়।

কান্ট --কিন্ত মনোগত হলেও কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়গত।

হিউম-- কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিষয়গত নয়। কার্য ও কারণ আসলে দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যাদের মধ্যে কোনরূপ আবশ্যিক যোগ বা সম্বন্ধ নেই।

কিন্তু কান্ট→ ঘটনার পারম্পর্য দুই প্রকার – ব্যক্তি-মন নিয়ন্ত্রিত ও ঘটনা নিয়ন্ত্রিত।

পারম্পর্য ব্যক্তিমন-নিয়ন্ত্রিত হলে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষণ ক্রমের পরিবর্তন সম্ভব হয়।

কিন্তু ঘটনা-নিয়ন্ত্রিত হলে এটা সম্ভব হয় না, তা নির্দিষ্ট ও অনিবার্য নিয়মে একইভাবে ঘটে-বিষয়গত পারম্পর্য।

তবে, কান্টের মতে কার্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়গত হলেও এ সম্পর্ক বাহ্যসদবস্তুর জন্যে প্রযোজ্য নয়।

বিষয় → জ্ঞানীর বিষয় , সদবস্তু নয়।

কার্য- কারণ আমাদের বুদ্ধির একটি অভিজ্ঞতা- নিরপেক্ষ, পুর্বতঃসিদ্ধ ধারণা যা বুদ্ধির আকার ও প্রকার-সৃষ্ট।

অবভাসিক (জ্ঞানীয়) জগতেই সত্য, বস্তুসত্তার জগতে 'কার্য-কারণ' বলে কিছু নেই।

কান্ট কারণতাকে মনোগত বললেও হিউমের মতো তাকে নিছক ব্যক্তিমনের ধারণা বলেননি। এই ধারণা প্রতিটি মানবমনে একইভাবে অবস্থান করে।